‘‘ এই কঠিন সময়ে ঈশ্বরের আস্থা রাখ ”

মুখ্য প্রেরিত জেন লুক স্নেইডারের সঙ্গে করোনা সঙ্কটের উপর এক সাক্ষাৎকার।

জুরিখ, প্রত্যেকের মনে চলতে তাকা বিশ্বব্যাপী করোনা বিষয়ে, প্রতিবেদনটি আরও মন্দ সংবাদ বহন করছে। নিউ এ্যপোষ্টালিক চার্চের মুখ্য প্রেরিত হিসেবে এই বিষয়ে কি বলতে পারেন? তিনি ভাই-বোনদের প্রতি ঈশ্বরের আস্থা রাখতে আবেদন করেন।

মুখ্য প্রেরিত স্নেইডারের বক্তব্য, করোনা সঙ্কট পৃথিবীর চতুর্দিকে মানুষের শ্বাস রোধ করে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত সমস্ত দেশের বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে অথবা মারা গেছে। আপনাদের কি কোন সান্তনার সংবাদ আছে ?

আমি এই সংকটকে খুবই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি । বিশ্বব্যাপী হিসাব অনুযায়ী করোনা জীবাণুর দ্বারা ১১,৪০০ মত লোক ইতিমধ্যে মারা গেছে, এবং প্রায় ২৭৫,০০০ লোক এর শিকার হয়েছে। যারা আক্রান্ত হয়ে ভুগছে তাদের কষ্টের অংশী হই এবং তাদের জন্য এগিয়ে এসেছে। সত্যই এটি দেখতে ভালো লাগে যে কতজন মানুষ এইরকম পরিস্থিতিতে অন্যের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে।

এটি এমন এক বিশেষ সময় যেখানে আমরা আমাদের সদস্যদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি যারা বিগত দিনে মহা কষ্টভোগের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেঃ-

- আমার মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়াতে থাকার কথা ছিল। এই দেশেই ২৫০০ এর বেশি লোক ২ টি ভূমিকম্পের কারণে মারা যায়। এই দ্বীপের অধিবাসীদের এই অদৃশ্য বিপদগুলি থেকে রক্ষা পাবার কোন পথ ছিল না।

- ফ্রান্সে জারি করা কার্ফুর বিষয়ে কিছু সময় আমি অনুযোগ করেছিলাম কেননা কার্ফুর কারণে আমাকে ঘরে থেকে যেতে হয়েছিল। আফ্রিকায় কয়েকশত হাজার আন্তর্জাতিক নিউ এ্যপোষ্টালিক চার্চ। রিফিউজি ক্যাম্পে বাস করা মানুষকে ঘরে আটকে থাকতে হয়েছিল - যাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের সদস্যও ছিল।

- এই করোনা সঙ্কট বহুস্থানে নাটকীয়ভাবে অর্থনৈতিক পরিণাম ডেকে আনবে। এবং সর্বপ্রথম তাদের উপরেই বেশি প্রভাব পড়বে যাদের সামান্যতম সহায় সম্বল রয়েছে - এটি সবসময়ই হয়ে থাকে । এটি আমাকে অধিকভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে! এখানে কোন সাহায্য করে উঠতে পারিনা, কিন্তু ক্যাসাই এলাকার ৭৫,০০০ সদস্যদের (কঙ্গো ডেমোক্রেটিভ রিপাবলিক) কথা চিন্তা করি যারা স্বর্বস্য হারিয়েছে - সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়েছে ২০১৭ সালে এক সপ্তাহের মধ্যে এবং যাদেরকে অন্যদেশে বা জঙ্গলে পালাতে হয়েছিল।

- আমাকে সেই ভাইদের বিষয়ও স্মরণ করায় - রাশিয়ায় যেমন এইরকম পরিস্থিতি ছিল বা প্যাসিফিক দ্বীপের বিচ্ছিন্ন এলাকায় যেমন পরিসিথতি যেখানে কয়েক সপ্তাহ অন্তর বা মাসে একবার পবিত্র প্রভু-ভোজের সাথে ডিভাইন সার্ভিস উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে।

আমি এই সব বলছি করোনা সঙ্কটের বিষয়টাকে দূরে বা সরিয়ে রাখার জন্য নয়। সম্পূর্ণভাবে বিতর্কমূলক ঃ আমি শুধু এই দেশে এরকম পরিস্থিতির মধ্যে থাকা ভাই ও বোনেদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করার আহ্বান জানাই । এত চ্যালেঞ্জ বা প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও কেন বা কিভাবে এরা বিশ্বাসে এমন দৃঢ় ? এর কারণ তারা গভীররূপে খ্রীষ্টে সংযুক্ত প্রভুর

প্রতি তাদের প্রেম - এটাই তাদের গুপ্ত বিষয়। এই কষ্টকর সময়ে বর্তমানে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি, কয়েক সপ্তাহ আগে জীবাণু সংক্রান্ত বিষয়ে এখনও আমরা যার কবলিত বা ভারগ্রস্থ তা হঠাৎ সমস্তই যেন গৌণ বা তুচ্ছ হয়ে পড়ে যখন আমরা ঘটনাগুলির বিষয়ে অবহিত হই। এখন আমাদের মনের সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ককে সংরক্ষণ করা।

ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে আমরা দৃঢ় থাকি । যারা প্রভুকে ভারোবাসে তিনি সর্বদাই তাদের সাহায্যের জন্য বিশেষ পথের ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বরের সর্বদাই বিরাজিত : সমস্ত বিষয়-এমনকি করোনা সংকট - যারা ঈশ্বকে প্রেম করে তাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে কার্য্য করে (রোমীয় ৮:২৯)।

এই মুহুর্তে আমাদের বাহিরে বেরারো বারণ। পরবর্তী দু'সপ্তাহ আমরা কি করব ?

কর্তৃপক্ষের দ্বারা আমাদের উপর সীমাবদ্ধতা অরোপিত হওয়ার কারণে, ১০ ই এপ্রিল পর্যন্ত আমার সমস্ত ভ্রমণ বাতিল করতে হয়েছে। বর্তমানে কেউ জানেনা এরপর কি পরিস্থিতি হবে। অন্য সকলের মত পরিস্থিতি অনুযায়ী সমন্বয় সাধন করতে হবে - কিন্তু আমি আশাহীন বা নিরূৎসাহী নইঃ আমি জানি যে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তাঁর সন্তানদের পরিত্যাগ করবেন না, বিশেষ করে এই কঠিন পরিস্থিতিতে । সাহস রাখি ঃ বিষয়গুলি অতিক্রান্ত হবে।

বাস্তবিকভাবে মান্ডলীক জীবন অচল অবসথায় উপনীত হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে ডিভাইন সার্বিস সংঘটিত হওয়া সমভব নয় আপনারা আমাদের ভাইও বোনেদের কি পরামর্শ দেবেন ?

বাড়িতে থাকুন এবং এই পরিস্থিতিতে যেটি উত্তম সেটি করুন। যেখানে সম্ভবপর জেরাপ্রেরিত ট্রানস্মিশন সার্ভিসের ব্যবস্থা করবেন যাতে সদস্যগণ বাড়িতে থেকে ঐ উপাসনায় অংশ নিতে পারেন। ঈশ্বর কেন এই ধরনের পরিসিথতি অনুমোদন করেছেন তা আমরা জানিনা। কিন্তু আমি নিশ্চিৎ যে এই আত্মিক বঞ্চনা/ক্ষতির অবস্থা ডিভাইন সার্ভিস, পরিচর্যাকারীদের এবং প্রভু-ভোজের গুরুত্ব আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করবে।

এই ট্রান্সমিশন কেন্দ্রীয় উপাসনার দ্বারা পবিত্র প্রভু-ভোজ উদ্যাপীত হবে না ?

এটাই সত্য । এই ধরণের উপাসনাগুলি সংঘটিত হবে কেমলমাত্র প্রথাগত রীতি হিসেবে প্রভুব ভোজ ব্যতীত। যেখানে হাজার হাজার বিশ্বাসী ঘরে প্রভু-ভোজহীন অবস্থায় থাকবে সেখানে মাত্র কিছু সংখ্যক সদস্যদের জন্য এটি অনুষ্ঠিত হওয়া সঙ্গত নয়।

তথাপি পরলোকগতদের ডিভাইন সার্ভিসে আমাদের প্রথানুযায়ী পবিত্র প্রভুজ ভোজ কি উদ্যাপন করা যেতে পারে, যেখানে দু'জন বদলী হিসেবে আগ্রহী আত্মাগণের জন্য রুটি ও দ্রাক্ষারস গ্রহণ করবে ?

গত কয়েকদিন অনেক ভাই ও বোনেদের প্রস্তাব দিয়েছে যে ঃ পরিচর্যাকারী সেবক দু'জন সেবককে প্রভুর ভোজ বিতরণ করবে যারা এটি গ্রহণ করবে তাদের হয়ে প্রভু-ভোজ গ্রহণকারী সদস্যদের জায়গা থেকে। সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে, এবং ইউরোপের জেরা প্রেরিতদের সাথে আলোচনা করে- যারা প্রথমে এরদ্বারা প্রবাবিত হতে পারত, পরিশেষে আমি এই প্রস্তাব অনুসরণ না করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

কেন নয় ?

পবিত্র প্রভু-ভোজ একটি পবিত্র বিধি, যার পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় প্রভাব ক্যাটেকিজম (সি.এন.এ.সি. ৮.২.২০) তে বর্ননা করা হয়েছে । কেবলমাত্র যৌক্তিকভাবে এর বিতরণ প্রথার পরিবর্তন করতে পারিনা আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের সাথে মানানসই করার জন্য। এটি প্রেরিতবর্গের দায়িত্বে এক অংশ প্রধান প্রেরিতের নির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রভু-ভোজের পবিত্রতাকে রক্ষা করা। পরলোকগতদের প্রভুর ভোজ বিতরণের উদ্বেগের কারণে আমরা প্রণোদিত হই যে পররোকগতদের এই ক্রিয়া প্রয়োগ করা যায় এবং তা অবশ্যই প্রয়োজন। এই ক্রিয়া সম্পাদনের একমাত্র পথ হল আস্তিত্বশীল/সপ্রাণের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন পরলোকগত আত্মাগণের জন্য। কিন্তু এইভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। আমরা অবশ্যই যজিকীয় পরিচর্যাকারী দ্বারা উৎসর্গীকৃত ও বিতরণ করা খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত দ্রাক্ষারসের আকারে পালন করব (এন.এ.সি. বিশ্বাস সূত্রের সপ্তম ধারা)।

আমাদের মন্ডলীতে বহু বছর যাবৎ এই ধরনের অভ্যাস পরিচিতি ঃ বিশ্বাসীরা উৎসর্গীকৃত রুটি ও দ্রাক্ষারস গ্রহণ করে এবং পরিচার্যাকারী অনুপস্থিতিতে তা উদযাপন করে। উদাহারণ সরূপ, এই পথটি ব্যবহৃত হয় সেই ক্ষেত্রে যারা পালকীয় তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত পত্র পেয়ে থাকে। যাই হোক, এই অভ্যাস অবশ্যই একটি ব্যাতিক্রমী বিষয় হয়ে থাকবে। এটি কোনভাবেই পূর্ণবৈধ্য পদ্ধতিতে বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় উদযাপিত প্রভু-বোজের বদলি বা প্রতিস্থাপন যোগ্য হতে পারে না। এটি অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ঃ ঘরের মধ্যে থাকা কিছু বিশ্বাসীবর্গ পর্দায় দেখা এক ব্যাক্তি তাদের হয়ে প্রভুর ভোজগ্রহণ করছে, এর প্রভাব যথাযথভাবে প্রভু-ভোজের বরাবর হতে পারে না।

সুতরাং আপনারা সদস্যদের কি সুপারিশ করবেন ?

আমি জানি বহু সদস্যদেব বিশ্বব্যাপী বর্তমান পরিস্থিতির অবসান না হওয়া পর্যন্ত পবিত্র প্রভু-ভোজ বাতীত পবিত্র উপাসনায় অংশ নিতে হবে। আমি তাদের এই যন্ত্রণার অংশী হই, পরিশেষে, যতক্ষণ না কার্ফুর কারণে সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে স্বাভাবিক অবস্থা তৈরী হওয়ার পর আমি বিজ্ঞপ্তি / নোটিশ পাঠাই। যাই হোক, এই রকম চরম দুর্দশা সময়ের মধ্যে, আসুন আমরা ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখি-তিনি সর্বদা জ্ঞাত আছেন যারা তাঁকে প্রেম করে তাদের পরিত্রাণের জন্য কি অত্যাবশ্যক।

মুখ্যপ্রেরিত স্নেইডার, এই সাক্ষাৎকারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

© New Apostolic Church International